ফেডারেশন বার্তা

"নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠন"-এর ত্রৈমাসিক মুখপত্র

(A Quarterly Bulletin of "All India Federation of Bengali Buddhists")

বর্ষ ১২, সংখ্যা ৪৬ ❍ অপ্পমাদ অমতং পদং, পমাদো মচ্চুনো পদং ❍ Website : www.aifbb.org ❍ নভেম্বর : ২০২১/২৫৬৫ : বুদ্ধাব্দ

আমাদের কথা

এক্ষনে শারদ উৎসবের পালা সমাপ্ত হইলো। বাঙালীদের নিকট ইহা সর্বাপ্রেক্ষা বৃহৎ উৎসব। এই উৎসবকে ঘিরিয়া বাঙালীদের যত আনন্দ আহ্লাদ। সারা বৎসর তাহারা তাকাইয়া থাকে এই উৎসবের পানে। উহাদের সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক চিন্তা ভাবনা সবই আবর্তিত হয় এই শারদ উৎসবকে ঘিরিয়াই। এই ভাবনার বশবর্তী হইয়াই ইদানিং শুরু হইয়াছে মন্ডপ নির্মানে চমক আনার প্রচেষ্টা। প্রতি বৎসর মন্ডপ নির্মাণে নতুন নতুন চমক আনার আপ্রান চেষ্টা হয়। এই বছর 'ভুর্জ খলিফা' মন্ডপটি রীতিমত হইচই ফেলিয়া দিয়াছে। 'ভুর্জ খলিফা' হইল দুবাইয়ে অবস্থিত একটি গগনচুম্বি ভবন। কলিকাতার শ্রীভূমি পরিচালিত দুর্গা পূজা মন্ডপটি তাহারই অনুকরণে নির্মিত হইয়াছে। এই পূজা মন্ডপটি দর্শন করিবার জন্য শহরাঞ্চলের মানুষের মনে যে চাঞ্চল্য লক্ষ্য করা গিয়াছে তাহা এক কথায় অভাবনীয়। কলিকাতায় চতুর্থীর দিন হইতেই মোটামুটি পূজা শুরু হইয়া যায়। সেই দিনেই বহু দর্শনার্থী এই মহা প্যান্ডেল 'ভুর্জ খলিফা' দর্শন করিয়া ফেলিয়াছে। দূরদর্শন ও প্রিন্ট মিডিয়াতে প্রচারের কারণে এই মন্ডপটি দর্শন করিবার জন্য এইরূপ হূড়োহুড়ি পরিয়া গিয়াছিল যে ইহা বন্ধ করিয়া দিতে হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত মন্ডপের মঞ্চসজ্জার কারনে ব্যবহৃত লেসার রশ্মির বিকীরণ অঞ্চলের বিমান চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি করিতেছিল। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, যে দুর্গা পূজোকে কেন্দ্র করিয়া এই যে মাতামাতি তাহাতে দুর্গা প্রতিমার পূজার ভূমিকা কতটুকু? এখন দুর্গা পূজো আর শুধু মাত্র দুর্গা পূজোয় সীমাবদ্ধ নাই। ইহার পরিসর বহুগুন বৃদ্ধি পাইয়াছে।

পাশাপাশি বাঙালী বৌদ্ধরাও এই সময়কালেই তাহাদের একটি বড় উৎসবের আয়োজন করিয়া থাকে। আষাঢ়ী পূর্ণিমা হইতে আশ্বিণী পূর্ণিমা পর্যন্ত এই তিন মাস বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বর্ষাবাস ব্রত পালন করার সময়। এই সময় প্রতি পূর্ণিমা, অমাবস্যা ও অষ্টমী তিথিতে বৌদ্ধ উপাসক ও উপাসিকাগন 'বুদ্ধ বিহার'-এ উপস্থিত হইয়া বুদ্ধপূজা ও অষ্টশীল গ্রহণ ইত্যাদি পালন করিয়া থাকেন। এই উৎসবের পরিসমাপ্তি হয় 'প্রবারণা পূর্ণিমা' উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়া। তৎপর প্রবারণা পূর্ণিমা হইতে কার্তিকী পূর্ণিমা পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে সুবিধামতন যে কোনো একটি দিনে যে বিহারে কোনো ভিক্ষু বর্ষাবাস ব্রত পালন করিয়াছেন সেই সেই বিহারে মহাসমারোহে 'কঠিন চীবর দান উৎসব' পালিত হয়। 'কঠিন চীবর' দান উৎসবে বুদ্ধ পূজা ও সঙ্ঘদান তো রহিয়াছেই এই সঙ্গে রহিয়াছে ঐ বিহারে বর্ষাবাসরত ভিক্ষুর উদ্দেশ্যে চীবর দানের অনুষ্ঠান এবং ভিক্ষুদিগকর্তৃক প্রদত্ত ধর্মের বিবিধ বিষয় লইয়া ধর্মদেশনা শ্রবন করা। এই ধর্ম দেশনা শ্রবণ করিয়া উপাসক উপাসিকাগণ তাহাদের জীবনের চলার পথে দিশা খুঁজিয়া পান।

এই আনন্দোৎসবের দিন গুলো যে সুষ্ঠু ভাবে অতিবাহিত হইবে এমন

দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন

পবিত্র 'কঠিন চীবর দানোৎসব' উপলক্ষ্যে সকলকে জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা

পন্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির মহোদয়ের ১২০তম জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন

বিগত ২৭শে জুলাই ২০২১ ভারতীয় সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভা'র প্রথম সংঘরাজ পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির মহোদয়ের ১২০তম জন্মজয়ন্তী যথাযথ সম্মানপূর্বক নানাবিধ কার্যক্রমের মাধ্যমে মধ্য কলকাতাস্থ পটারি রোডের 'ধর্মাধার শতবার্ষিকী ভবন' প্রাঙ্গনে উদ্‌যাপিত হল।

এই উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠানের সূচনায় বুদ্ধ পূজা এবং পঞ্চশীল গ্রহনের পরবর্তীতে শুরু হয় মূল পর্বের কার্যক্রম। উপস্থিত কুড়িজন ভিক্ষু-শ্রমণ এবং অর্ধশতাধিক গৃহী উপাসক-উপাসিকা সম্মিলিতভাবে ধর্মাধার মহাস্থবির মহোদয়ের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, স্মৃতিচরণ এবং সংঘদানের কার্য সুসম্পন্ন করেন।

মধ্যাহ্নের অধিবেশনে "পন্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির 'দ্বাদশ' স্মারক বক্তৃতা" প্রদান অনুষ্ঠানে এবারের স্মারক বক্তা ছিলেন বিশিষ্ট বৌদ্ধ গবেষক তথা দমদম ক্যান্টনমেন্টস্থ 'বেণুবন বিহার'-এর বিহার অধ্যক্ষ, ভারতীয় সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভার মাননীয় উপসংঘরাজ ড. রতনশ্রী মহাস্থবির মহোদয়। আলোচ্য বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল "প্রসঙ্গ ঃ মৃত্যু—এক অনিবার্য সত্য"। মহাস্থবির মহোদয় তাঁর স্মারক বক্তৃতায় মৃত্যু প্রসঙ্গে আধুনিক গবেষকদের মতামতের পাশাপাশি বৌদ্ধ সাহিত্যে মৃত্যু বিষয়ক নানাবিধ বর্ণনা এবং বৌদ্ধ মনস্তত্ত্ব অভিধর্মে বর্ণিত মৃত্যুর সংজ্ঞা—"ভবাঙ্গ চিত্তের চ্যুতিই হচ্ছে মৃত্যু বা মরণ" সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তাঁর আলোচনার অন্তিম পর্বে উচ্চারিত হয়েছে বুদ্ধ মুখনিঃসৃত উপদেশ—"অতীতের জন্য দুঃখিত হয়ো না, ভবিষ্যতের জন্য আকুল আকাঙ্খা পোষণ করো না, বর্তমানই যথেষ্ট"। উপস্থিত শ্রোতাগনের উপলব্ধিতে সম্ভবত এইটাই ছিল মৃত্যু সম্পর্কিত যথার্থ বিশ্লেষণ, কারন মানবজীবনের একটি আবশ্যিক পরিণতি হল 'মৃত্যু'। সুতরাং যতক্ষণ জীবন থাকবে তা যেন বর্তমানে সৎকর্ম সম্পাদন করে যেতে পারে। বক্তৃতা সভায় পৌরহিত্য করেন 'বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্র'-এর অধ্যক্ষ শ্রীমৎ বুদ্ধরক্ষিত মহাস্থবির মহোদয়। কোভিড-১৯ মহামারি জনিত পরিস্থিতিতে সমগ্র অনুষ্ঠানে স্বল্প সংখ্যক উপাসক/উপাসিকার শারীরিক উপস্থিতি ব্যতীত আন্তর্জালিক ব্যবস্থাপনায় দূরাগত সুধীবৃন্দদের যুক্ত করা হয়।

ফেডারেশন বার্তা'র কর্মসমিতি

প্রধান উপদেষ্টা—ড. ব্রহ্মাণ্ড প্রতাপ বড়ুয়া, **সম্পাদক**—শ্রী আশিস বড়ুয়া, **সহ-সম্পাদক**—ড. সুমনপাল ভিক্ষু, **সদস্যবৃন্দ**—শ্রী অমূল্য রঞ্জন বড়ুয়া, শ্রীমতি রীতা বড়ুয়া, শ্রী শুভাশীষ বড়ুয়া, শ্রী নবারুন বড়ুয়া।

প্রকাশক—ড. সুজিত কুমার বড়ুয়া
(সাধারণ সম্পাদক, নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠন)

আমাদের কথা ১ম পাতার পর

ভাবিবার কোন কারণ নাই। দুষ্টশক্তি সকল সময়ই সক্রিয় হইয়া থাকে। সম্প্রতি বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলার দুর্গা পূজার মন্ডপে একদল দুষ্কৃতি হামলা করিয়া দুর্গা মূর্তি ভাঙচুর করিয়াছে। সেখানে অভিযোগ হইতেছে গনেশ প্রতিমার পা'এর কাছে একটি কোরান রাখিয়া মুসলিম ধর্মের অবমাননা করা হইয়াছে। ক্রমে এই হাঙ্গামা বাংলাদেশের অন্যান্য কয়েকটি স্থানে ছড়াইয়া পড়ে। ইতস্ততঃ কয়েকটি হিন্দু বাড়ি ভাঙচুর হয়। এই হামলায় ইসকনের বিগ্রহটিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নিঃসন্দেহে ইহা এক ঘৃন্য কাজ। বাংলাদেশে হিন্দু ধর্মের উপর আঘাত পরিয়াছে সে সংবাদ চাপা থাকিবার কথা নহে। সমগ্র পৃথিবীতে ইহা ব্যপ্ত হইয়া পরিয়াছে। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, রাষ্ট্রসংঘ প্রভৃতি সমস্ত স্থানেই ঘটনাটির তীব্র নিন্দা হইয়াছে। বাংলাদেশ সরকারও চুপ করিয়া বসিয়া নাই। ইতিমধ্যে দুষ্কৃতি ধরা পড়িয়াছে। অপরাধীর নাম ইকবাল হোসেন। ইকবাল যে কারনের জন্যই এই গোলমাল বাঁধাক না কেন কখনোই তাহা রাষ্ট্রীয় নীতিকে উলঙ্ঘণ করিতে পারেনা। সে ব্যক্তি রাষ্ট্রদ্রোহী বলিয়া বিবেচিত হইবার উপযুক্ত। এই এটি ঘটনা, যাহাকে নিঃসন্দেহে সন্ত্রাসবাদী বলিয়া আখ্যা দেওয়া যায়, বিশ্ব দরবারে রাষ্ট্রটির সম্মানের অথবা অসম্মানের দিক স্পষ্ট ভাবেই নির্দেশ করে।

এমনই এক পরিস্থিতির সম্মুখীন হইয়া ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের জন্ম হইয়াছিল। সে ইতিহাস আমাদের অজানা নয়। ইতিমধ্যে বাংলাদেশে জনগনের মধ্যে "রাষ্ট্রের কোন ধর্ম নাই" শ্লোগান শোনা যাইতেছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে বাংলা দেশের রাষ্ট্রধর্ম হইল ইসলাম। এই কারনেই কি অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষদের উপর এই ধরনের আক্রমন মাঝেমধ্যে দৃষ্টগোচর হইতেছে। এই ধরনের মানসিকতা সাধারণত প্রকৃত শিক্ষার অভাবের কারনেই ঘটিয়া থাকে। সেই শিক্ষা কোন বিদ্যালয়/বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অর্জন করা যায়না। সেখানকার শিক্ষা এই মানসিকতা অর্জনের সহায়ক হইতে পারে, তবে কখনোই তাহা আবশ্যিক নয়। মহামানব বুদ্ধ ইহাকে 'প্রজ্ঞা' বলিয়াছেন। এই প্রজ্ঞা মানব মনের এক অন্তর্নিহিত জ্ঞান যাহা মানবের অন্তঃস্তল হইতে উৎসারিত হয়। ইহা মানবকে সত্যকে চিহ্নিত করিতে সহায়তা করে। নিজস্ব যুক্তি প্রয়োগ করিয়া কোন বিষয়কে বিচার করিতে নিমগ্ন থাকে। ইকবাল হোসেনের মতন কোন অবিমৃশ্যকারীর কথায় না ছুটিয়া বেড়াইয়া ঘটনার অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পরিপ্রেক্ষিতে সারা বিশ্বে আলোড়ন পড়িয়া গিয়াছে। বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবিগণ পত্র-পত্রিকায় লেখা-লিখি করিতেছে, সভা-সমিতি করিতেছে। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ অতি সাবধানে অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া মতামত জারি করিতেছে অথবা নিরব থাকিতেছে। কিন্তু ইহাতে প্রকৃত সমস্যার সমাধান হইবে কি? বরং বিশিষ্ট জনেরা যাহারা দেশের কথা ভাবেন, যাহারা জাতির কথা ভাবেন, যাহারা দেশের প্রকৃত উন্নতি চান, তাহারা ভাবিবেন কি করিয়া প্রজ্ঞার বিস্তার করা যায়। ইকবাল হোসেন শাস্তি পাওয়ারই যোগ্য। তাহাকে শাস্তি প্রদান করিলে বহু মানুষই তৃপ্ত হইবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই সাথে ইকবাল হোসেনের সমর্থকদের ক্রোধ বর্ধিত হইবে। এ এক নিরন্তর প্রক্রিয়া। এই অবস্থার প্রেক্ষিতে বুদ্ধ মনে করাইয়া দিয়াছেন 'অক্রোধেন জিনে ক্রোধং, অসাধুনাং সাধুনা জিনে'। এই মূল মন্ত্র মনে রাখিয়াই আমাদের ঠাকুর রামকৃষ্ণের সেই আপ্ত বাক্যটিকেও স্মরনে রাখিতে হইবে 'অহিংসা করিতে বলিয়াছি বলিয়া কি ফোঁস করিতেও বারণ করিয়াছি'।

অবশ্য এই ঘটনা যে কেবলমাত্র বাংলাদেশের মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যেই প্রকট তা কিন্তু মোটেই নয়। এই ধরনের মানসিকতার প্রতিফলন আমরা আমাদের দেশের নাগরিকদের মধ্যেও দেখিতে পাইতেছি। এই লেখাটি যেদিন লেখা হইতেছে সেই দিনের দৈনিক পত্রিকায় একটি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে "দলিতকে বিয়ের শাস্তি, মেয়েকে অর্ধনগ্ন করে শুদ্ধ করালেন বাবা", অথবা তামিলনাড়ুতে একটি সভায় দেখা যাইতেছে একজন নির্বাচিত মহিলা পঞ্চায়েত নেত্রীকে মাটিতে বসিয়ে সভা পরিচালনা করিতে বাধ্য করা হইতেছে। এইরূপ কতশত ঘটনা যে অহরহ ঘটিয়া চলিয়াছে তাহার আর শেষ নাহি। শিক্ষিত আমরা হইয়াছি ঠিকই কিন্তু আমাদের মধ্যে প্রজ্ঞার বড় অভাব।

৫ম বর্ষের 'বৌদ্ধ বিদ্যা শাস্ত্র অধ্যায়ন' কর্মশালা সুচারুরূপে সুসম্পন্ন

"পণ্ডিত ধর্মাধার ওয়েলফেয়ার সোসাইটি"-র ব্যবস্থাপনায় ২০১৬ সাল থেকে প্রতি বছর একমাস ব্যাপী (প্রতি শনিবার এবং রবিবার) "বৌদ্ধ বিদ্যা শাস্ত্র অধ্যায়ন"-এর কর্মশালা আয়োজিত হচ্ছে। বিগত বছর অর্থাৎ ২০২০ সালে কোভিড-১৯ মহামারী জনিত কারণে এই কর্মশালা আয়োজন করা সম্ভবপর হয়নি। উৎসাহী এবং আগ্রহী অংশগ্রহণকারীদের আগ্রহকে পাথেয় করে এবছর সংস্থা আন্তর্জালিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বিগত ১৪ই আগস্ট থেকে ৫ই সেপ্টেম্বরের মধ্যবর্তী প্রতি শনিবার এবং রবিবার দুপুরে এই কর্মশালার আয়োজন করে। বিশিষ্ট বৌদ্ধ পন্ডিত, প্রাজ্ঞ ভিক্ষু এবং কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরূপে তথা এই কর্মশালার বক্তারূপে উপস্থিতি অংশগ্রহণকারীদের সমৃদ্ধ করে।

"পণ্ডিত ধর্মাধার ওয়েলফেয়ার সোসাইটি" দু'টি মহৎ লক্ষ্য নিয়ে প্রতি বছর এই কর্মশালা সংগঠিত করতে প্রয়াসী হয়। প্রথমত, পন্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির মহোদয়ের জন্মতিথির প্রক্কালে এই জ্ঞানচর্চার পরিমন্ডল তাঁর প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে। দ্বিতীয়ত, প্রথানুসারে বৌদ্ধদের জন্য ত্রৈমাসিক বর্ষাবাসকালীন সময় অর্থাৎ আষাঢ়ী পূর্ণিমা থেকে আশ্বিনী পূর্ণিমা অত্যন্ত পবিত্র সময়রূপে চিহ্নিত, সুতরাং এই সময়ে 'বৌদ্ধ বিদ্যা শাস্ত্র' বিষয়ক আলোচনা পুন্যার্জনের এক পন্থা, এই বিশ্বাসকে সম্বল করে এই কর্মশালার আয়োজন।

উক্ত কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী প্রাজ্ঞ ভিক্ষু ও শিক্ষক-শিক্ষিকা মন্ডলী এবং তাঁদের আলোচিত বিষয়সূচী নিম্নে বর্ণিত হল—

Day–1 14.08.2021 (Saturday)	Buddhist Scholars in Tibet By Dr. Bandana Mukherjee Research Officer, Asiatic Society
Day–2 15.08.2021 (Sunday)	Rebirth as per Buddhist Concept By Ven. Buddharakkhita Mahasthavir Bhikkhu-in Charge, Vidarshan Shiksha Kendra
Day–3 21.08.2021 (Saturday)	Dhammacakkappavattana Sutta By Ven. (Dr.) Ratanasree Mahasthavir Bhikkhu-in-Charge, Benuban Vihar, Dum Dum Cantt.
Day–4 22.08.2021 (Sunday)	Mulamadhyamakakarika of Nagarjuna's (The Buddhist Philosophy of Middle Way) By Dr. Kuheli Biswas, Assistant Professor Dept. of Philosophy, Kalyani University
Day–5 28.08.2021 (Saturday)	Abhidhamma By Dr. Piyali Bhattacharya, Assistant Professor Dept. of Buddhist Studies, University of Calcutta
Day–6 29.08.2021 (Sunday)	Role of Buddhism in Daily Life By Dr. Tapas Barua Techinical Consultant & Buddhist Scholar
Day–7 04.09.2021 (Saturday)	Role of Bhikkhunis in Buddha's Sangha By Ven. Varasambodhi Bhikkhu Vice-President, Mahabodhi Society of India
Day–8 05.09.2021 (Sunday)	Ancient Buddhist Universities By Dr. Saheli Das, Guest Faculty Dept. of Buddhist Studies, University of Calcutta

Sd/
Dr. Brahmanda Pratap Barua
President

Sd/-
Dr. Sujit Kumar Barua
Secretary

ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया
JYOTIRADITYA M. SCINDIA

सत्यमेव जयते

नागर विमानन मंत्री
भारत सरकार
Minister of Civil Aviation
Government of India

नागर विमानन मंत्री
Minister of Civil Aviation
डी.ओ. वी.आई.पी :
D.O. V.I.P.:..HMCA/2021/2712

28 October, 2021

Dear Dr. Sujit Kumar Barua Ji,

I thank you for your immensely generous letter, offering your organisation's kind help towards the constructive efforts of the Government of India.

The Buddhist community of India has always inspired millions around India and the world, and continues to remain a source of immense pride for the nation. I look forward to hearing from you in the future.

With warm regards,

Yours sincerely,

(Jyotiraditya M. Scindia)

Dr. Sujit Kumar Barua,
General Secretary,
All India Federation of Bengali Buddhists,
50R/1A, Pandit Dharmadhar Sarani,
(Pattari Road) Kolkata-700015

Office : Room No. 291, B-Block, Rajiv Gandhi Bhawan, Safdarjung Airport, New Delhi-110003
Tel. : 91-11-24610350, 24632991, Fax : 91-11-24610354

All India Federation of Bengali Buddhists
নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠন
Regd. No. : S/16412-1975 (SO016412)

50R/1A, Pandit Dharmadhar Sarani
(Pattari Road), Kolkata-700 015
Phone : 9433493447 / 9432800584
Email : [illegible]

Ref. AIFBB/32|2021-22 Date. 20-09-2021

To,
The Director General
Archaeological Survey of India
Govt. of India
Dharohar Bhawan, 24 Tilak Marg
New Delhi - 110001

Subject : Maintenance, Restoration and Damage control of "Bharatpur" Buddhist site, West Bengal.

I on behalf of the members of **'All India Federation of Bengali Buddhists'** (AIFBB) express our concern over the flagrant damage and poor maintenance of the **'Bharatpur'** Buddhist site which as per record of the **'Archaeological Survey of India'** is one of the most important Buddhist Ancient site in Purba Bardhaman district of the state of West Bengal.

The members of the Federation (AIFBB) visited the site on 21th February 2021. They all are shocked to observe the negligence and apathy of the authorities towards the maintenance of the site and conservation of this precious and invaluable historical monument which is a document of our past rich civilization.

These kinds of monuments are not only invaluable symbols of our past civilization, but also a very rich source of earnings for the local as well as national economy. The benefits of these monuments support the lives of many local people.

These historic sites can help to create vibrant culture in the surrounding areas that engender tourism, art, festivals, and other activities which in turn draw investment, revenue, and economic growth.

We know your good self must be aware of the consequences if the tourists stop visiting such ramshackle monuments!

www.aifbb.org

Page No : 1/3

All India Federation of Bengali Buddhists
নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠন
Regd. No. : S/16412-1975 (SO016412)

50R/1A, Pandit Dharmadhar Sarani
(Pattari Road), Kolkata-700 015
Phone : 9433493447 / 9432800584
Email : [illegible]

Ref. .... Date. ....

We appeal to you to look into the gravity of the situation. We the members of the 'All India Federation of Bengali Buddhists' furnish below few proposals which may be arranged by the 'Archaeological Survey of India' and the local authorities for proper maintenance and restoration of the site;

1. Development of the Government accrued land of Bharatpur Buddhist site & given a boundary around it.

2. To enlist the Bharatpur Buddhist site in the website of Archaeological Survey of India and to include in it the abstracts of Research Publications about this place.

3. To arrange for proper signage about this Ancient Buddhist site across the adjacent roads.

4. Proper fencing and lighting of the entire site.

5. Regular cleaning of the entire site.

6. Engagement of local Security Guards.

7. Patrolling of the Police force especially in the night time.

8. To install CCTV cameras in and around the entire site.

9. To create a Museum with all the antiques collected from the excavation site. This initiative will increase interest among the people.

10. To arrange Educational Camps with the participation of School and College students of surrounding areas.

11. To create some facilities like provision of drinking water, washroom, temporary shelter etc. for the tourists.

www.aifbb.org

Page No : 2/3

All India Federation of Bengali Buddhists
নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠন
Regd. No. : S/16412-1975 (SO016412)

50R/1A, Pandit Dharmadhar Sarani
(Pattari Road), Kolkata-700 015
Phone : 9433493447 / 9432800584
Email : [illegible]

Ref. .... Date. ....

We hope you will look into the matter and do your level best to maintain these symbols and treasures of our cultural heritage.

Yours truly,

Date : 20.09.2021

www.aifbb.org

Dr. Sujit Kumar Barua
(General Secretary)
All India Federation Of Bengali Buddhists

Copy to,

1. **The Secretary**
   Ministry of Culture
   Govt. of India
   502-C, Shastri Bhawan
   New Delhi - 110001

2. **The Superintending Archaeologist**
   Office of the Superintending Archaeologist
   Archaeological Survey of India
   Kolkata Circle
   C. G. O. Complex (4th Floor)
   Block - DF, Sector- I
   Salt Lake City - 700064

कार्यालय
अधीक्षण पुरातत्वविद
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
कोलकाता मण्डल
सी० जी० ओ० कॉम्प्लेक्स (चौथी मंजिल)
ब्लाक - डी० एफ०, सेक्टर-1
साल्ट लेक सिटी
कोलकाता- 700 064
दूरभाष : (033) 2334-4389 (टी०-एफ०)
2334-3775
ई-मेल : circlekol.asi@gmail.com

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते
प्रत्नकीर्तिमपावृणु

Office of the
Superintending Archaeologist
Archaeological survey of India
Kolkata Circle
C. G. O. Complex (4th Floor)
Block-DF, Sector-1
Salt Lake City
Kolkata - 700 064
Phone : (033) 2334-4389 (T.F.)
2334-3775
E-mail : circlekol.asi@gmail.com

क्र० सं०........

दिनांक 200

No. MW/KC/VIPR/2021 - 1982

Date 01. 11. 2021 200

To
The General Secretary,
All India Federation of Bengali Buddhists,
50R/1A, Pandit Dharmadhar Sarani (Pattari Road),
Kolkata-700015.

Sub: Maintenance, Restoration and Damage control of "Bharatpur" Buddhist Site, West Bengal – reg.

Sir,

With reference to your letter on the subject cited above, it is to mention that "Ancient Mound comprised in Survey Plot Nos. 571, 571/965, 2215 and 2216" at Bharatpur, Purba Bardhaman is a Centrally Protected Site under the jurisdiction of ASI, Kolkata Circle vide Gaetted Notification No. S.O.1745, dated 1st July, 1974. Before the protection of the site by the Archaeological Survey of India, a small scale excavation was undertaken by the Burdwan University with collaboration of the then Eastern Circle of ASI during the year 1971-72 to 1974-75. Since the protection of the Site, ASI regularly undertaking the conservation and preservation work of the Site as and when require. Further, this office has been taking regular measures for upkeepment and maintenance of the site.

In the Web Site of ASI, Kolkata Circle, the aforesaid Site has been included as "Ancient Mound", Bharatpur as per the Gazette Notification. It is pertinent to mention here that the aforesaid protected land has already been fenced with boundary wall. Necessary action is being initiated to repair the damage part of the boundary wall at the earliest. This office is also taking necessary action to upgrade the Protection Notice Board (PNB), Cultural Notice Board (CNB) and direction board at the site.

This office regularly undertakes cleaning work of the site. Though, the cleaning work of the entire site might be affected due the lockdown for Covid-19 pandemic, at present the cleaning work has already been completed and cleaning work of the site will be initiated on regular basis.

As the protected area of the site is full of antiquites underneath, visitor's amenities like toilet block/washroom, dirnking water facility, temporary shelter etc. can not be built within the protected area of the site. Further, if any proposal comes from the outside agency or organization to provide such visitor's amenities at the outside of the protected area, this office will think about it as per the prevailing rules and regulations.

Further, it is to inform you that this office will take all possible action for the development, beautification of the aforesaid site and to conduct time to time aswareness programmee among the local peopl. Your cooperation in this regard is highly solicited.

Yours faithfully,
01/11/2021
(Dr. Shubha Majumder)
Superintending Archaeologist

F.No. MW/KC/VIPR/2021 - 1983 Date: 01. 11. 2021.
Copy to:

1. The Director General, ASI, New Delhi for information and necessary action.
2. The Jt. Director General (N.E.) & R.D. (E.R.), ASI, Kolkata for information and necessary action.
3. The Director, (Monuments), ASI, Kolkata for information and necessary action.
4. The C.A., ASI, Kalna Sub Circle for information and necessary action.

01/11/2021
(Dr. Shubha Majumder)
Superintending Archaeologist

চন্দ্রকেতুগড়ের বৌদ্ধ ঐতিহ্য ধ্বংসের মুখে

কলকাতা থেকে প্রায় পঁয়ত্রিশ কিমি দূরে উত্তর-পূর্বে বিদ্যাধরী নদীর পার্শ্বে চন্দ্রকেতুগড়ের প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য রক্ষিত। এটি উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তর্ভুক্ত। হাড়োয়া রোড রেলস্টেশন ও বেঁড়াচাপা শহরের প্রায় সন্নিকটে এর অবস্থান। সম্ভবতঃ এটি ৪০০-৮০০ BC-র সময়কালীন প্রতিষ্ঠিত। যেটি সম্ভবতঃ পরিত্যক্ত হয় বারোশ শতকে। "Asutosh Museum of Indian Art" (University of Calcutta) এর পরিচালনায় ১৯৫৭-৬৮ সালে উৎখনন কার্য্য শুরু হলে বিভিন্ন সালের ঐতিহাসিক নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়। যদিও ক্রমানুযায়ী আবিষ্কৃত তালিকা অসম্পূর্ণই আছে।

কতিপয় ঐতিহাসিকদের মতে চন্দ্রকেতুগড় প্রত্নস্থলটি ও সন্নিহিত স্থলসমূহ প্রাচীন গ্রীক ও রোমান লেখকদের বর্ণিত গঙ্গা ও গঙ্গারিদাই (Gangaridai) প্রায় সমার্থক। 'চন্দ্রকেতুগড় ফোর্ট' কে জাতীয় গুরুত্বের দিক দিয়ে সৌধ তালিকায় পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে অন্যতম বলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মূলতঃ Archaeological Survey of India (Serial No N-WB-1) এই অন্তর্ভুক্তি করেছে। কিংবদন্তী খনা (বাঙালী সাহিত্যিক, কবি, জ্যোতিষী) নবম-দ্বাদশ শতকের। অন্য নাম লিলাবতী'র সাথে চন্দ্রকেতুগড়ের নাম প্রায় সম্পৃক্ত। এই স্থলে একটি সৌধ ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থায় থাকলেও তাতে খনা ও মিহির-এর নাম মিলেছে। খনির সাথে বিখ্যাত জ্যোতিষী, গণিতজ্ঞ বরাহমিহির (৫০৫-৫৮৭)-এর নিকট সম্পর্কের পরিচয় মিলেছে। তিনি ছিলেন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের নবরত্নসভার এক উজ্জ্বল রত্নবিশেষ।

টলেমীর বর্ণানুযায়ী চন্দ্রকেতুগড়কে প্রাচীন গঙ্গারিদাই (Gangaridai) রাজত্বের সাথে তুলনা করা হয়। সম্ভবতঃ প্রাক্ মৌর্যযুগের ৩য় শতকের ইতিহাস রয়েছে এখানে। প্রাপ্ত প্রত্নশৈলী থেকে প্রমাণিত হয় যে এটি ছিল শুঙ্গ-কুষান যুগের। সেখান হতে গুপ্ত যুগ পেরিয়ে পাল-সেন যুগেও প্রবহমান ছিল এটি। প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা থেকে জানা যায় যে চন্দ্রকেতুগড় অতীতের এক গুরুত্বপূর্ণ বন্দর শহর ছিল। এটি শক্ত প্রাচীর বেষ্টিত ছিল। স্থানীয় অধিবাসীরা মূলতঃ বিভিন্ন শিল্পকলায় রত ছিলেন ও বাণিজ্য কার্য্যে দক্ষ ছিলেন। যদিও তাদের ধর্মমত বিষয়ে বহু তথ্য অজানা। এই স্থান হতে বেশি কিছু মৃৎ শিলালিপি মিলেছে যাতে খরোস্টী ও ব্রাহ্মী লিপি লিখিত। মৌর্য সাম্রাজ্য (৩০০-২০০ BC), শুঙ্গ (২০০BC-৫০AD) কুষাণ (৫০AD-৩০০AD), গুপ্ত (৩০০AD-৫০০ AD), পরবর্তী গুপ্ত সাম্রাজ্য (৫০০AD-৭৫০ AD), পাল-চন্দ্র সেন (৭৫০AD-১২৫০AD)-এর পর আর কোনো সাম্রাজ্যের নিদর্শন বা সভ্যতা চন্দ্রকেতুগড়ের ধ্বংসস্তূপ থেকে মেলেনি।

"Megalithic Graffiti" (ব্রাহ্মীলিপিতে লিখিত) তে আছে "Yojanani Setuvandhat arddhasatah dvipatamraparni" যার অর্থ তাম্রপর্ত্রীর দ্বীপ (প্রাচীন শ্রীলঙ্কা) যেটির দূরত্ব সেতুবন্ধ হতে ৫০ যোজনা দূরে। সেতুবন্ধ তামিলনাড়ুর রামেশ্বরম কে নির্দেশ করছে। "Vijaya Sinha" সীল অথবা ফলক হতে জানা যায় 'বিজয়সিনহার সম্বন্ধে নানা তথ্য। এছাড়া জানা যায় বঙ্গের রাজা সিনহপুরার সাথে যজ্ঞ রানী তাম্রপর্ণীর কুভেনী (Kuveni)-র বৈবাহিক সম্পর্কও। চন্দ্রকেতুগড়ে টেরাকোটা শৈলীর বহু নিদর্শন মিলছে। যার সাথে কোশামবী ও অহিচ্ছত্রে প্রাপ্ত নিদর্শনের মিল রয়েছে। যার সাথে স্থানীয় মানুষের নিজস্ব ঘরোয়া শৈলীর যোগসূত্রও রয়েছে। এই স্থান থেকে মৌর্য, কুষান ও গুপ্ত সময়ের শৈলীর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বহু শৈলীর অস্তিত্ব মিলেছে। বহু রূপা ও সোনার মুদ্রা চন্দ্রকেতুগড়ে উৎখননে মিলেছে। তার মধ্যে একটি সোনার মুদ্রায় চন্দ্রগুপ্ত কুমারদেবীর মূর্তিও উৎকীর্ণ রয়েছে। এছাড়াও পাথরের, হাড়ের, আইভরীর ও কাষ্ঠনির্মিত নিদর্শনও মিলেছে। বৌদ্ধ ঐতিহ্যে সমৃদ্ধশালী চন্দ্রকেতুগড় অদ্যাবধি অবহেলিত নিদর্শনরূপে বহু প্রাচীন ঐতিহ্যের সাক্ষী হয়েও ধ্বংসের মুখে দাঁড়িয়ে। হেলদোল নেই কারোর।

ইন্দ্রনীল বড়ুয়া, কলকাতা

কলকাতা'র কাশিপুরে ঐতিহাসিক ১৪ই অক্টোবর উদ্‌যাপন ও বৌদ্ধধম্মে প্রত্যাবর্তন

১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই অক্টোবর 'অশোক ধম্মবিজয় দিবস'-এ ভারতরত্ন বাবাসাহেব ড. ভীমরাও রামজী আম্বেদকর প্রায় ৫ লক্ষ অনুগামীদের নিয়ে নাগপুরের দীক্ষাভূমিতে কুশীনারার ৮৩ বছর বয়স্ক মহাস্থবির চন্দ্রমুনি-র নিকট হতে 'ত্রি-শরণ' ও 'পঞ্চশীল' উচ্চারণ করে বৌদ্ধধম্মে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। বাবাসাহেব বৌদ্ধ ধম্মে প্রত্যাবর্তন করে তাঁর অনুগামী তথা বুদ্ধ পথ অনুসরণকারীদের ত্রি-শরণ ও পঞ্চশীলের সঙ্গে ২২ প্রতিজ্ঞাও পাঠ করিয়েছিলেন। বাবাসাহেব ঘোষণা করেছিলেন যে, "ভারত বৌদ্ধময় হবে এবং ব্রাহ্মণরা সব শেষে বৌদ্ধধম্ম গ্রহণ করবে।" এই গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক দিনটিকে ভারতবাসীরা গৌরবের দিন হিসাবে উদ্‌যাপন করে ও তৎসহ এই দিনটি বৌদ্ধধম্মে প্রত্যাবর্তনের এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের অঙ্গ। বৌদ্ধ মহামিলন সংঘ প্রতি বছরের ন্যায় এই বছরও গভীর কোভিড পরিস্থিতির মধ্যেও অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে 'ঘর ওয়াপসি' উল্লেখযোগ্যভাবে কার্যকর করল। উত্তর কলকাতার কাশিপুর বাবাসাহেব আম্বেদকর যুবসংঘ ও বৌদ্ধ মহামিলন সংঘ যৌথভাবে এই মহতী অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। কোভিড প্রোটোকল মেনে খুব অল্প সংখ্যক আম্বেদকর পন্থি বুদ্ধানুরাগী নরনারীর উপস্থিতিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ ত্রি-শরণ ও পঞ্চশীল উচ্চারণ করে বৌদ্ধ ধম্মে প্রত্যাবর্তন করেন। মান্যবর বিনয় রক্ষিত ভিক্ষু ত্রিশরণ ও পঞ্চশীল প্রদান করে সংশ্লিষ্ট প্রাঙ্গনকে মহিমান্বিত করে তোলেন। সভায় বুদ্ধ-আম্বেদকরের স্মরণে উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন স্মৃতিকণা হাওলাদার। বাবাসাহেবের দেওয়া ২২ প্রতিজ্ঞা সবাইকে বাংলায় পাঠ করান স্মৃতিকণা হাওলাদার এবং হিন্দিতে জ্যোতি বড়ুয়া। স্বাগত ভাষণ ও বক্তব্য রাখেন যুব সংঘের সভাপতি মান্যবর অর্জুন প্রসাদ ও সম্পাদক শ্যাম বাহাদুর মহাশয়। বাবাসাহেব আম্বেদকর ও বর্তমান সমাজ-এর উপর সুন্দর সুললিত বক্তব্য রাখেন মান্যবর রাকেশ কৌড়ি। ১৪ই অক্টোবরের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও সামাজিক অবস্থানের পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্যসমৃদ্ধ ব্যাখ্যা করেন বৌদ্ধ মহামিলন সংঘের বিশিষ্ট সদস্য দিলীপ গায়েন মহাশয়। সভার কার্য পরিচালনা ও সঞ্চালনা করেন বৌদ্ধ মহামিলন সংঘের সভাপতি মান্য তপন কুমার মন্ডল ও সমাপ্তিতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সহ-সভাপতি মান্য শঙ্করপ্রসাদ রায়। বর্তমানে ভারতবর্ষের সকল রাজ্যের ইতিহাস সচেতন মানুষ "নিজগৃহে প্রত্যাবর্তন"-এর মধ্য দিয়ে নব বৌদ্ধ বাবাসাহেব আম্বেদকরের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরনের পথে এগিয়ে চলছে বলে সভার উপস্থিত নেতৃবৃন্দ আশা প্রকাশ করেন। জয় ভীম। নমঃ বুদ্ধায়।

বিবাহ যোগাযোগ কেন্দ্র

বাঙালি বৌদ্ধ পাত্র-পাত্রী'র জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য
ও ছবি দিয়ে নাম নথিভুক্ত করুন।

যোগাযোগের সময় ঃ প্রতি শনিবার সন্ধ্যা ৬-৮টা পর্যন্ত।

স্থান ঃ বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্র

৫০টি/১সি, পণ্ডিত ধর্মাধার সরণী (পটারী রোড),
কলকাতা-৭০০ ০১৫

বিশেষ প্রয়োজনে সংগঠনের সহ সভাপতি ক্যাপ্টেন ক্ষিতীশ রঞ্জন বড়ুয়া'র সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

ফোন নং ৮৯০২৭০৬০৪৭

ইমেল করতে পারেন ঃ federation1973@gmail.com

মোগলমারিতে দু'টি বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্রের খোঁজ

পশ্চিম মেদিনীপুরের মোগলমারিতে বৌদ্ধ শিক্ষায়তনের খোঁজ আগেই মিলেছিল। এ বার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক রজত সান্যালের গবেষণায় খোঁজ পাওয়া গেল, ওই জায়গায় একটি নয়, দু'টি বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। আগে অনুমান করা হয়েছিল, একটিই মহাবিহার ছিল। যার নাম শ্রীবন্দকমহাবিহার। রজত জানাচ্ছেন, নতুন যে শিলালিপি উদ্ধার হয়েছে, তা পরীক্ষা করে দেখা যাচ্ছে দু'টি শিক্ষালয়ের নাম মিলছে। একটি যজ্ঞপিণ্ডিক আর একটি মুগলায়িক। যজ্ঞপিণ্ডিক মহাবিহার। মুগলায়িক তার তুলনায় ছোট। বিহারিকা। রজতের মতে, পশ্চিমবঙ্গে মহাবিহার ও বিহার এর আগে পাওয়া গেলেও, তুলনায় ছোট বিহারিকার সন্ধান এই প্রথম মিলল।

যে গোলাকার প্রত্নখণ্ডগুলি থেকে এই দুই মহাবিহার ও বিহারিকার সন্ধান মিলেছে, সেগুলি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুরাতত্ত্ব ও সংগ্রহালয়ের অধিকারে তৎকালীন উপ-অধীক্ষক প্রয়াত অমল রায়ের নেতৃত্বে উৎখননের ফলে আবিষ্কৃত হয়েছিল। এগুলিতে যে অক্ষরগুলি পাওয়া যাচ্ছে, সেগুলি পঞ্চম শতকের পূর্ব ভারতীয় ব্রাহ্মী লিপি ও সপ্তম শতকের পূর্ণতা প্রাপ্ত সিদ্ধমাত্রিকা লিপির মধ্যবর্তী সময়ের।

ষষ্ঠ শতকেই পাশাপাশি এই দু'টি মহাবিহার ও বিহারিকায় একই সঙ্গে পাঠদান করা হত বলে মনে করা হচ্ছে। হিউয়েন সাং বা জুয়ান জাং প্রাচীন তাম্রলিপ্ত বন্দরের কাছে বেশ কিছু বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্রের অস্তিত্বের কথা বলেছিলেন। তবে তিনি তার মধ্যে কোনও একটিরও আলাদা করে নাম করেননি। যজ্ঞপিণ্ডিক ও মুগলায়িক সেই কেন্দ্রগুলিকেই অন্যতম বলে বিশেষজ্ঞেরা মনে করেন। আগের উৎখনন থেকে জানা গিয়েছে, শুধু ছাত্র ও শিক্ষকেরাই নন, এই শিক্ষায়তনগুলিতে নিয়মিত যাতায়াত ছিল বণিক ও শিল্পী সম্প্রদায়ের। অত্যন্ত উৎকৃষ্ট শিল্পকলার পরিচয় এখানে স্টাকো ও অলঙ্কৃত ইটের তৈরি স্থাপত্যে পাওয়া গিয়েছে।

বিশেষজ্ঞেরা জানাচ্ছেন, যজ্ঞপিণ্ডিক নামটি থেকে অনুমান করা যাচ্ছে, এই পাঠকেন্দ্রটি মহাযান বৌদ্ধ মতাবলম্বীদের প্রাধান্য ছিল। সেখানে পাঠদান ছাড়াও নানা আচার পালন করা হত। অনুমান, সেই আচারে যোগ দিতেন শিক্ষালয়ের আবাসিকরা ছাড়াও, বাইরের মানুষও। সে কারণেই বিশাল এলাকা জুড়ে চমৎকার স্থাপত্যে ঘেরা এই মহাবিহারটি ষষ্ঠ শতকে বিশেষ মর্যাদা পেত বলে ধারণা পুরাতত্ত্ববিদদের। বিহারিকা মুগলায়িক নামটির সঙ্গে মোগলমারি নামের কিছুটা সামঞ্জস্য রয়েছে। কিন্তু মুগলায়িক থেকেই মোগলমারি নাম হয়েছে কি না, তা গবেষণা সাপেক্ষ।

রজত বলছেন, "পাশাপাশি এই দু'টি শিক্ষালয়ের উপস্থিতি থেকে বৌদ্ধ ধর্মীয় সংগঠনের অভ্যন্তরীণ স্বাতন্ত্র্য খুব ভাল বোঝা যাচ্ছে।"

সৌজন্যে : অলখ মুখোপাধ্যায়, 'আনন্দবাজার পত্রিকা' ৪ই অক্টোবর, ২০২১

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে All India Federation of Bengali Buddhists-এর একটি নিজস্ব Website ২০১৬ থেকে উপস্থাপিত হয়েছে। আমাদের Website-এর বিবরণ হল **www.aifbb.org**। এখন থেকে Website-এর মাধ্যমে সংগঠনের ত্রৈমাসিক মুখপত্র 'ফেডারেশন বার্তা' এবং পাত্র-পাত্রী সম্পর্কিত সংবাদ, আগ্রহী ব্যক্তিরা সহজেই পাবেন। আমাদের প্রত্যাশা আপনাদের সকলের সহযোগিতায় উক্ত Website-এর মাধ্যমে আমরা দেশ-বিদেশের বৃহত্তর জনসমাজের সঙ্গে মৈত্রীপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে সক্ষম হব।

এছাড়া আমাদের সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগের আরও কয়েকটি আধুনিক মাধ্যম হল—

Call / WhatsApp number : 9433493447
Email Id : federation1973@gmail.com
Facebook Page : All India Federation of Bengali Buddhists
YouTube Channel : All India Federation of Bengali Buddhists

নিবেদন— **সদস্য/সদস্যাবৃন্দ**
নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠন

All India Federation of Bengali Buddhists
সংগঠনের ৪৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা

বিগত ৩রা অক্টোবর ২০২১ রবিবার অপরাহ্ণ ৫.০০ ঘটিকায় সংগঠনের অফিসে (৫০আর/১এ, পন্ডিত ধর্মাধার সরণী (পটারি রোড), কলিকাতা-৭০০০১৫) 'নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠন' তথা All India Federatiln of Bengali Buddhists সংগঠনের ৪৮ তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। কোভিড-১৯ মহামারি জনিত কারণে এবারের সভা যৌথভাবে শারীরিক উপস্থিতি এবং আন্তর্জালিক মাধ্যামের দ্বারা সংগঠিত হয়। সভায় ২০২০-২০২১ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন এবং ২০২০-২০২১ অর্থ বর্ষের আয়-ব্যয়ের পরীক্ষিত হিসাব পেশ তথা অনুমোদিত হয়। এ ব্যতীত বর্তমান সময়ে বাংলাভাষী বৌদ্ধদের নানাবিধ সমস্যা, যথা—সরকার প্রদত্ত ST শংসাপত্র প্রাপ্তি সম্পর্কিত সমস্যা, যুবক-যুবতীদের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে নানাবিধ প্রতিবন্ধকতা প্রমুখ বিষয় সভায় আলোচিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে আগামী বৎসরের বিভিন্ন নির্ধারিত সূচী সম্বলিত একটি ক্যালেন্ডার প্রকাশের চেষ্টা করা হবে। অংশগ্রহণকারী সদস্যগণ বর্তমান পরিস্থিতিতে সংগঠনের কার্যক্রমগুলিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সকলকে ধন্যবাদ প্রদান করেন এবং এই আশা পোষণ করেন যে, সংগঠন আলোচিত বিষয়সমূহ সম্পর্কে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহনে উদ্যোগী হবে এবং সমাধানে প্রয়াসী হবে।

আমাদের আবেদন

১। বুদ্ধ পূর্ণিমাকে N. I. Act -এর আওতাভুক্ত জাতীয় ছুটি হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করুক।

২। পশ্চিমবঙ্গে উৎখনিত বৌদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান সমূহের উৎখনন কার্য পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া হউক "Archaeological Survey of India"-কে।

৩। সরকারকৃত জনগণনায় পশ্চিমবঙ্গে বৌদ্ধ জনগণের সঠিক পরিসংখ্যান প্রতিফলিত হয়নি। আমাদের আবেদন আগামী জনগণনায়, বাঙালী বৌদ্ধদের সঠিক ধর্মীয় পরিচয় ও 'মঘ' উপজাতি পরিচয় নথিবদ্ধ করা হউক।

৪। বিহার সরকারের "The Bodh Gaya Temple Act"—1949 অবিলম্বে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হউক এবং 'মহাবোধি মহাবিহার' বুদ্ধ বিহারের পরিচালনাভার বৌদ্ধদের উপর ন্যস্ত হউক, তথা Management Committee-র Chairman বৌদ্ধদের মধ্যে হতে নির্বাচিত করা হউক।

৫। পশ্চিমবঙ্গে বাংলাভাষী বৌদ্ধদের 'তপশিলী উপজাতি' (ST-Magh) শংসাপত্র প্রদানে সরকারি কর্মী দ্বারা অযথা হয়রানি বন্ধ হউক এবং শংসাপত্র প্রদান প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হউক।

৬। সংখ্যালঘুদের জন্য কল্যাণমূলক সরকারি উদ্যোগে বৌদ্ধদের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি/সমস্যাগুলি গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করা হউক।

"নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠন"-এর পক্ষ থেকে সকলের কাছে আমাদের আন্তরিক আবেদন পত্রিকার প্রকাশনা ফান্ডে অনুদান দিয়ে সাহায্য করুন।

A/C Name :
All India Federation of Bengali Buddhists
A/c No. : 00000001209590472
IFSC Code : CBIN0281055
Bank Name : Central Bank of India
Branch Name : Entally

"আমাদের কন্যা"

১। **পাত্রী :** গড়িয়া নিবাসী, এম.এ. বি.ই.ডি. সরকারি, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা, উচ্চতা-৫'৫" , দূরভাষ : 9836548282।

২। **পাত্রী :** হাওড়া নিবাসী, মাধ্যমিক, উচ্চতা-৫'১", সঙ্গীতে পারদর্শী। দূরভাষ : 8420340686।

৩। **পাত্রী :** সুকান্ত পল্লী নিবাসী, বি.এ., বয়স-৩৭, উচ্চতা-৫'৩", রং ফর্সা, দূরভাষ : 9433806800।

৪। **পাত্রী :** বয়স ২৮, উচ্চতা-৫'৫", যোগ্যতা, বি.কম., দুর্গাপুর নিবাসী। দূরভাষ : 9800678720।

৫। **পাত্রী :** গড়িয়া নিবাসী, MBBS ডাক্তার, বয়স-৩১, উচ্চতা-৫'৩", ফর্সা। দূরভাষ : 9330281073 (সকল ৮-১১টার মধ্যে)।

৬। **পাত্রী :** চাকদা-নদিয়া নিবাসী রেলওয়েতে ড্রাইভার, বয়স ২৭+ উচ্চতা-৫'৪"। দূরভাষ : 9432437856।

৭। **পাত্রী :** কলকাতা নিবাসী, বয়স-২৭, উচ্চতা-৫'২", NIFT Graduate, বেসরকারী সংস্থায় কর্মরত, দূরভাষ : 9830261490।

৮। **পাত্রী :** MA, B.Ed, শিলিগুড়ি, বয়স- ৩০, দূরভাষ : 947558546।

৯। **পাত্রী :** B.Sc, উচ্চতা-৫'৪", বয়স-২৯, ইছাপুর, দূরভাষ : 9433242569।

১০। **পাত্রী :** কলকাতা নিবাসী M.Sc., বয়স-২৪, উচ্চতা-৫'৪", দূরভাষ : 9231385090।

১১। **পাত্রী :** জামসেদপুর নিবাসী, M.Com., বয়স-৩১, উচ্চতা-৫'২", বেসরকারি স্কুলের শিক্ষিকা, দূরভাষ : 9609841547।

১২। **পাত্রী :** সোদপুর নিবাসী, B.A., বয়স-২৮, উচ্চতা-৫'২", উজ্জ্বল বর্ণ, দূরভাষ : 9477673563।

১৩। **পাত্রী :** শ্যামনগর নিবাসী, MBBS, MD. (পাঠরতা), বয়স-২৭, উচ্চতা-৫'৩", দূরভাষ : 9830627692।

১৪। **পাত্রী :** ইছাপুর নিবাসী, B.Sc.(H), Asst. Manager SBI, বয়স-৩১, উচ্চতা-৫'১", দূরভাষ : 8902051061।

১৫। **পাত্রী :** মধ্যমগ্রাম নিবাসী, B.Sc.(H) Geography, বয়স-২৫, উচ্চতা-৫'৩", দূরভাষ : 6289520513।

"আমাদের পুত্র"

১। **পাত্র :** বেলঘরিয়া নিবাসী, B.Tech. সরকারি ব্যাঙ্কের অফিসার, বয়স-৩৩, উচ্চতা-৫'৫", দূরভাষ : 9674600827।

২। **পাত্র :** নিবাস ময়নাগড় (New Park), কলিকাতা-১৪১, বয়স-৩০, উচ্চতা-৫'৬", M.Com., সরকারি চাকুরী। দূরভাষ : 7890991230।

৩। **পাত্র :** গড়িয়া নিবাসী, MBA পাশ, কলকাতায় বেরসকারি সংস্থার Asst. Manager বয়স-৩৫, উচ্চতা-৫'৩", দূরভাষ : 8334870803।

৪। **পাত্র :** বয়স-৩৪, উচ্চতা-৫'৭", শিক্ষা- B.Tech (JNTU, Hyderabad), বর্তমানে আমেরিকায় MBA পাঠরত। দূরভাষ : 9000666084 / 9163934609।

৫। **পাত্র :** কলকাতা নিবাসী, B.E (Civil), বয়স-৩০, উচ্চতা-৫'৪", কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টে কর্মরত, দূরভাষ : 9874639662।

৬। **পাত্র :** রাউরকেল্লা নিবাসী, B.Tech, বয়স-৩৪, উচ্চতা-৫'৯", পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কে কর্মরত, দূরভাষ : 7847079849।

৭। **পাত্র :** শিলিগুড়ি নিবাসী, B.Com (H), সরকারি চাকুরী, বয়স-৩০, উচ্চতা-৫'৯", দূরভাষ : 9832093979।

৮। **পাত্র :** ইছাপুর নিবাসী, B.E. (শিবপুর), Asst. Manager NTPC, বয়স-২৯, উচ্চতা-৬', দূরভাষ : 8902051061।

৯। **পাত্র :** বেহালা নিবাসী, বয়স-৩০, উচ্চতা-৫'১০" , উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ, S.E.Railway-তে কর্মরত, দূরভাষ : 9051629857, 9433572917।

আহ্বান / ড. পুলক মুৎসুদ্দী

ওরে ভাই সব কে আছ কোথা
দাওরে এবার সাড়া,
সুপ্তির ঘোর ভেঙ্গে এবার,
আয় সবে করে ত্বরা।
হিংসা বিক্ষুদ ধরণী মাঝে
আজি যাগে শঙ্খা,
নিত্যা নিধুর হলা হল মাঝে
বাজারে শান্তির ডঙ্কা।
হিংসা, চুরি, মিথ্যা, ব্যাভিচার নেশা
হয়েছে আজ গগন চুম্বি,
পাড়া মস্তানের দাপট বেড়েছে।
বেড়েছে তাদের হম্বি তম্বি।
দূষণ কাঁটা উচ্চে ঠেকেছে
বদলে যাচ্ছে পরিবেশ,
সভ্যতা সংস্কৃতি কৃত্তি যত
দেখতে পাচ্ছি মলিন ভেস।
নোংরা বর্জ্য প্লাস্টিক ব্যাগে
গড়ছে মশা মাছির আতুর ঘর,
সংক্রামণ রুখতে এবার,
দেখছিনা তেমন তৎপর।
যত্রতত্র জমা জল, বিকট শব্দ
হেথা অতি কার্বন উদগীরণ,
সবার সাথে হাত মিলিয়ে
গড়ে তোল গণ জাগরণ।
অর্দ্ধ যগৎ ডুবতে বসেছে
বিশ্ব উষ্ণায়নের রোষে,
অপর অংশ খত বিখ্যাত আজ
জঙ্গির সন্ত্রাসের আক্রোষে।
"স্বচ্ছ ভারত গড়ার" বার্তা পেয়েছি
সদা সাফাই করার কাজ,
সুস্থ থেকে পরিষ্কার রাখতে
হবেই বা কোন লাজ?
মারণ বীজানু করোনা ভাইরাস
আসছে ছুটে ছড়াতে সংক্রমন,
কেয়ামতের তাণ্ডব নৃত্য হবে বুঝি
শীঘ্রই পাবে তার বিমন্ত্রণ।
সম্ভাব্য মহামারী রুখতে হেঁতা
জারি হল সরকারের ফরমান,
সামাজিক সুরক্ষায় বাধা দিলে
পাবে গৃহ বন্দী, লাঠি পেটার, কড়া অনুপান।
অবিদ্যার ঘোর অমানিষা মাঝে
হেতা ডুবে থাকা আর নয়
শুরু করো অভিযান
অরুণ তরুণ সেনাদল দুর্জয়
শ্যামা, মৈত্রী, শৃঙ্খলা, আসুক
হোক প্রতিরূপ দেশ অনুপম
সকল প্রাণী সুখি হোক
নমঃ বিপ্লব স্বাগতম।।

সহযোগিতায়,
*মাননীয় **হেমেন্দুবিকাশ চৌধুরী** মহাশয়*
সভাপতি, বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা
সহ-সভাপতি, মহাবোধি সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া

শুভেচ্ছা দান ঃ ২ টাকা

পত্রিকা সম্পাদক ঃ শ্রী আশিস বড়ুয়া এবং "নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠন"-এর পক্ষে সাধারণ সম্পাদক, ড. সুজিত কুমার বড়ুয়া কর্তৃক ৫০আর/১এ, পণ্ডিত ধর্মাধার সরণী (পটারি রোড), কলকাতা-৭০০ ০১৫ হইতে প্রকাশিত ও ভেনাস প্রিন্টার্স, কলকাতা ৭০০ ০০৯ হইতে মুদ্রিত।